For GE students only (4th sem)

STUDY MATERIAL/CLASS NOTE NO – 03

E- LEARNING RESOURCES/ BHATTER COLLEGE,DANTAN

SUBJECT- POLITICAL SCIENCE GE-4

CLASS - B.A. HONOURS 4th SEMESTER

GENERIC ELECTIVE (GE-4)

NAME – PROF. LAKSHMAN BHATTA

TOPIC – ASSESSMENT OF UNITED NATIONS

PAPER - CC—3/CT3. - GE-4: United Nations and Global Conflicts

GE4T: United Nations and Global Conflicts

UNIT- III. Assessment of the United Nations as an International Organisation: Imperatives of Reforms and the Process of Reforms

Source

1) জাতিসংঘ সম্পর্কে তোমারা যারা জানতে চাও – জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র
2) UNO – A STUDY OF ESSENTIAL

Assessment of the United Nations(2nd Part)

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

Scanned with CamScanner

১. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। ঐ লক্ষ্যে এটি কিভাবে কাজ করে ?

জাতিসংঘ একটি বিশ্ব ফোরামের ন্যায় কাজ করে যেখানে রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত সমস্যাসহ অতি দুরূহ ব্যাপারগুলো উত্থাপন ও আলোচনা করতে পারে। যখন সরকারী নেতৃবৃন্দ পরস্পরের মুখোমুখি হন এবং আলোচনা করে থাকেন তখন তাকে বলে সংলাপ। প্রায়ই জাতিসংঘ বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ সুগম করে। মহাসচিব সরাসরি অথবা একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে এ ধরনের সংলাপকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

এ ধরনের চেষ্টা ব্যর্থ হলে জাতিসংঘ অন্যান্য পন্থা অনুসরণ করে থাকে। সাধারণ পরিষদ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান জানাতে পারে অথবা কোন সন্ত্রাসমূলক কাজের নিন্দা করতে পারে। যখন অনেক দেশ অভিন্নসুরে কথা বলে, তখন সরকার তা শোণার চাপ অনুভব করে। এগুলো যুদ্ধরত দেশগুলোকে প্ররোচিত করতে ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ মধ্যস্থতায় এগিয়ে আসে। এই পরিষদের সিদ্ধান্ত যুদ্ধ-বিরতির আহ্বান জানানো থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবরোধ আরোপের পর্যায়ে হতে পারে এবং অবশ্য পালনীয়। সম্ভব হলে নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধ-বিরতি কার্যক্রম চালাতে পারে এবং বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্যে আলাপ আলোচনায় সহায়তা করতে পারে।

২. জাতিসংঘ কি কোন যুদ্ধ বন্ধ করেছে ?

জাতিসংঘ বহু বিরোধের সূচনা থেকে পূর্ণ-আকারে যুদ্ধে পরিণত হওয়া প্রতিরোধ করেছে। এই সংগঠন বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্যে আলাপ-আলোচনাও চালিয়েছে।

Scanned with CamScanner

বহু ক্ষেত্রে জাতিসংঘ জরুরী অবস্থা অপসারণে সহায়তার জন্যে পথ সৃষ্টি করে দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে **বার্লিন সংকট (১৯৪৮-১৯৪৯), কিউবায় মিসাইল সংকট (১৯৬২)** এবং **১৯৭৩ সালের মধ্যপ্রাচ্য সংকট** এর কথা উল্লেখ করা যায়। এগুলোর প্রতিটির বেলায়ই জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ ঠেকাতে সাহায্য করেছে।

জাতিসংঘ **১৯৬৪ সালে কঙ্গোতে, ১৯৮৮ সালে ইরান ও ইরাকের** মধ্যেকার যুদ্ধ এবং **১৯৮৯ সালে আফগানিস্তানের** যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতিসংঘ উত্তরণ সহায়তা দল (UNTAG) **নামিবিয়ায়** প্রথম মুক্ত-পরিচ্ছন্ন নির্বাচন তদারক করে যা দেশটির স্বাধীনতার পথ সুগম করে। **কম্বোডিয়ায়** জাতিসংঘ

উত্তরণ কর্তৃপক্ষ (UNTAC) যুদ্ধ-বিরতি এবং বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার তদারক ও মনিটর করে এবং বিভিন্ন সরকারী কার্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করে এবং আয়োজন করে একটি মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন নির্বাচনের।

সাবেক যুগোস্লাভিয়ার জাতিসংঘ রক্ষীবাহিনী (UNPROFOR) বেসামরিক এলাকায় নাগরিকদের রক্ষা করা এবং মানবিক সাহায্যের সরবরাহ অনুকূল রাখতে কাজ করে।

৩. কোন দেশ জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে কি ঘটে ? জাতিসংঘ কি কখনও তার সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে ?

নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মান্য করা না হলে এটি তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

Scanned with CamScanner

প্রথমত বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে উপদেশমূলক মতামতের জন্যে প্রেরণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত যদি কোন দেশ শান্তির জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়ায় বা শান্তি ভঙ্গ করে অথবা আগ্রাসী কাজ করে, তবে সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অবরোধ আরোপ করা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিষদ শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু এ বিষয়গুলো একেবারে সর্বশেষ উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয় যখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের নিষ্পত্তির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

১৯৬৬ সালে রোডিশিয়ার (বর্তমান জিম্বাবুই) সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হয়। ১৯৭৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ

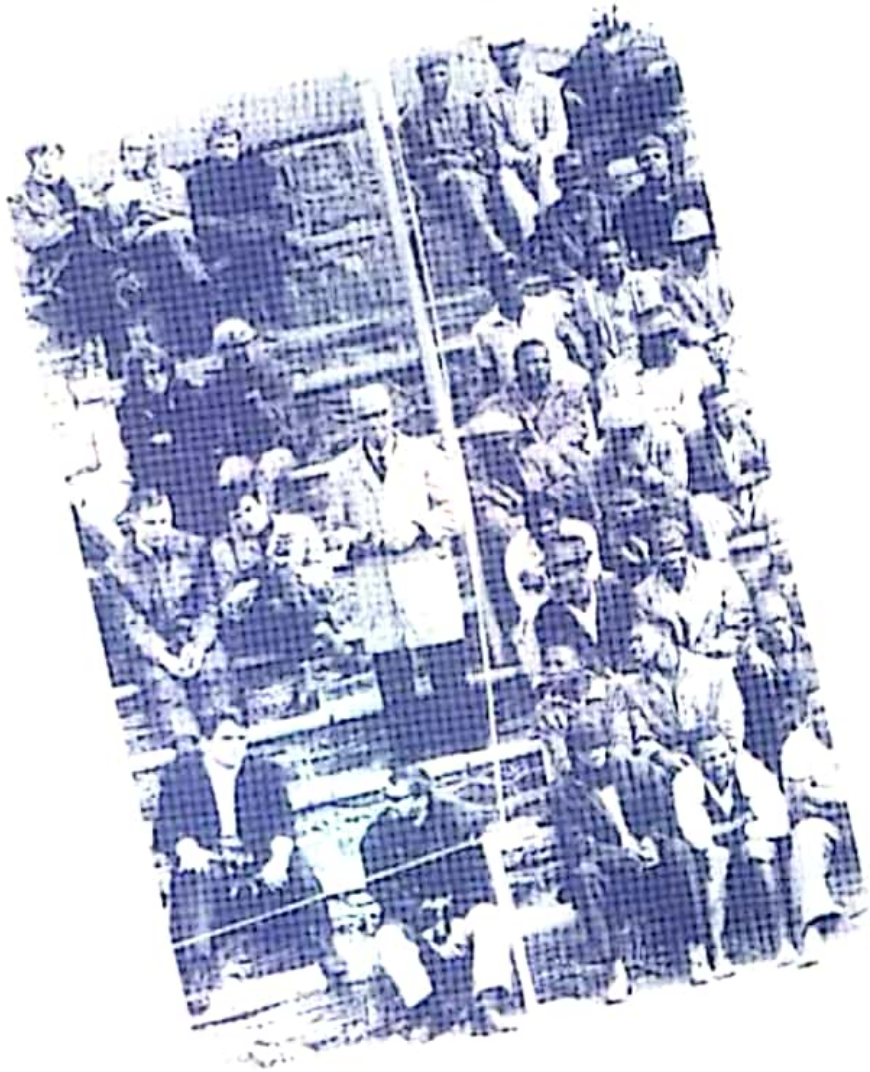

সরকারের বিরুদ্ধে তার জাতিগত পৃথকীকরণ নীতির কারণে যা জাতিবৈষম্য নামে পরিচিত, পরিষদ সামরিক অবরোধ আরোপ করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লিবিয়া, সোমালিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ইরাক, হাইতি, রুয়াণ্ডা, লাইবেরিয়া এবং এঙ্গোলার অংশবিশেষের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

৭. জাতিসংঘ কেন এত বেশী সংখ্যক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে থাকে ?

জরুরী সামরিক অথবা মানবিক সংকটের প্রেক্ষিতে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। অতীতে শান্তিরক্ষাকারীগণ কেবল যুদ্ধরত দেশসমূহের মধ্যে শান্তিরক্ষার কাজে জড়িত থাকত। কিন্তু এখন অনেক জাতিই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। গৃহ বিবাদ এবং জাতিগত দাঙ্গার কারণে কোন কোন সরকার নিজস্ব অঞ্চলেই তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারেনা । এর ফলে মানুষের কষ্টের পরিমাণ বহুগুণে বেড়ে যায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে জাতিসংঘকে প্রায়ই একদিকে মীমাংসার জন্যে আলাপ-আলোচনা চালাতে এবং অন্যদিকে বিরোধে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্যে জরুরী ত্রাণ সরবরাহের আহ্বান জানাতে হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করে জাতিসংঘ সংকট সমাধানের লক্ষ্যে মানবিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ, সাবেক যুগোস্লাভিয়ার কিছু অংশে বিভিন্ন দল তিক্ত আঞ্চলিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ায় হাজার হাজার লোক নিহত হয়, হয় আহত আর গৃহহীন। সেই প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ রক্ষীবাহিনী (UNPROFOR) গঠন করে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রম হিসেবে এটি শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সহায়তার পাশাপাশি বসনিয়া এবং হারজেগোভিনার জনগণের জন্যে মানবিক সাহায্য সরবরাহ নিশ্চিত করে। একইভাবে গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত আরেকটি দেশ সোমালিয়ায় জাতিসংঘ সোমালিয়া বিষয়ক কার্যক্রম (UNOSOM) বিভিন্ন যুদ্ধরত দলের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি তদারকি এবং জরুরী ত্রাণ সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে।

Scanned with CamScanner